যায়যায়দিন

26 APR 2012
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫ ...

ইবতেদায়ী, দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের দরপত্র বাতিলের দাবি

যাযাদি রিপোর্ট

ইবতেদায়ী, দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণের দরপত্র বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি। সংগঠনটি এনসিটিবি কর্তৃক কাগজ সরবরাহ করে বিগত বছরের মতো শুধু মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের দরপত্র আহ্বানের দাবি জানায়।

শনিবার দুপুরে নয়াপল্টনে নিজ কার্যালয়ে ২০১৩ সালের শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ দরপত্র নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এ দাবি জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের চেয়ারম্যান শহীদ সেরনিয়াবাত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আ ফ ম শাহ আলম, তৌফিকুর সিদ্দিক, ওহিদুর রহমান টিপু, জহিরুল হক, আবদুর রহিম, এসএস শাহীন, মো. সেলিম, আবদুল হাই, তোফায়েল আহমেদ, আজিজুর রহমান, মো. আলী, নুরুল ইসলাম ও শামসুল ইসলাম প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ইবতেদায়ী, দাখিল ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পূর্বের মতো করে দরপত্র আহ্বান করে মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে করে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারে। দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় দরপত্রে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ। অথবা দেশীয় এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুল্ক বৈষম্য দূর করার দাবি জানানো হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সনদ সংযুক্তি বাধ্যতামূলক এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখার দাবিও জানানো হয়। প্রাথমিক স্তরের দরপত্রে শুল্ক বৈষম্য দূর করে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে এনসিটিবির সব শুল্ক ও খরচ যোগ করে সর্বনিম্ন দরদাতা নির্ধারণ করার দাবি করা হয়।

■ দেশীয় এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুল্ক বৈষম্য দূর করার দাবি জানানো হয়

সংগঠনের চেয়ারম্যান শহীদ সেরনিয়াবাত বলেন, আন্তর্জাতিক দরপত্রে চার শতাংশ অগ্রিম আয়করসহ ৬১ শতাংশ শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধ করতে হয়। বিদেশি প্রতিষ্ঠান ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক যা বাংলাদেশ সরকারকে পরিশোধ করতে হয়। এ শুল্ক দরপত্রের মূল্যায়নে যোগ করা হয় না। দেশীয় এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুল্ক বৈষম্য দূর করার তিনি দাবি জানান।